সংবাদ

3 0 OCT 2013

সরকারি নিয়ন্ত্রণে না আসায়

সুবিধাবঞ্চিত হচ্ছে কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা

● বিরোধিতাকারীদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের হুমকি

রাকিব উদ্দিন

উগ্র ধর্ম ব্যবসায়ীদের হুমকির মুখে দেশব্যাপী কওমি মাদ্রাসা সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনার প্রক্রিয়া থেকে পিছু হটায় বছরে কমপক্ষে ৫০ হাজার মাদ্রাসা ছাত্র চাকরি পাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনার প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হওয়ায় কওমি মাদ্রাসায় সরকারি সুযোগ-সুবিধা প্রদানের পথও আর হলো না। আর কওমি ছাত্ররা সরকারি স্বীকৃতি না পাওয়ায় তারা সামাজিক-রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পাওয়ার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হলো। এ নিয়ে এখন জামায়াত ও হেফাজতে ইসলামের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে সাধারণ কওমি ছাত্র-শিক্ষক ও এর পৃষ্ঠপোষকরা।

জানা গেছে, কওমি ছাত্র-শিক্ষক কল্যাণ পরিষদ, বাংলাদেশ সাওয়াতে ইসলাম, তরিকত ফেডারেশন এবং বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদরা দীর্ঘদিন ধরে দেশের কওমি মাদ্রাসাকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনার দাবি জানিয়ে আসছেন। এর প্রেক্ষিতেই শিক্ষা মন্ত্রণালয় 'কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ আইন-২০১৩' বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই আইনের খসড়া গত সোমবার মন্ত্রিসভার আলোচ্যসূচিতে ছিল। কিন্তু উগ্র ধর্মীয় সংগঠন হেফাজতে ইসলামের হুমকির মুখে মন্ত্রিসভার আলোচ্য সূচি থেকে এই আইনের খসড়া প্রত্যাহার করা হয়।

এ বিষয়ে কওমি ছাত্র-শিক্ষক কল্যাণ পরিষদের চেয়ারম্যান মাওলানা আবদুল গফুর চৌধুরী বলেন, জামায়াতে ইসলামীর চক্রান্তেই এই আইনের বিরোধিতা করছে হেফাজতে ইসলাম। এই আইন বাস্তবায়নে সরকারকে সহযোগিতা করতে প্রয়োজনে হেফাজতে ইসলামের বিরুদ্ধে কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে

কওমি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

কওমি : মাদ্রাসার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বলে তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

তিনি বলেন, খসড়া আইনটি পর্যালোচনা করে দেখেছি, আইনটিতে কওমি মাদ্রাসার স্বাধীনতা, স্বকীয়তা ও স্বতন্ত্রতা কোনক্রমেই ক্ষুণ্ন হয়নি। কাজেই এই আইন অবশ্যই বাস্তবায়ন করতে হবে। এটা কওমি ছাত্র-শিক্ষকদের দীর্ঘদিনের দাবি। বিগত চারদলীয় জোট সরকার এই আইন করার অঙ্গীকার করে তা বাস্তবায়ন না করে কওমি ছাত্র-শিক্ষকদের সঙ্গে প্রতারণা করেছিল।

কওমি ছাত্র-শিক্ষকরা জানান, ১৮ দলের শরিক জামায়াতপন্থি উগ্রবাদী ধর্ম ব্যবসায়ী নেতাদের চাপেই হেফাজতে ইসলাম এই আইন বাস্তবায়ন না করতে সরকারকে হুমকি দেয়। কারণ হেফাজতে ইসলামের নেতারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখেই কওমি মাদ্রাসা স্বীকৃতি পাওয়ার আবদার করছে। কিন্তু দেশের সাধারণ আলেম-ওলামাসহ বিশিষ্ট নাগরিকরা সরকারের অধীনে রেখে এ শিক্ষার আধুনিকায়ন ও উন্নয়নের পক্ষে। যেসব কওমি মাদ্রাসার মালিক জামায়াতপন্থি তারা মাদ্রাসার নিয়ন্ত্রণ ছাড়তে নারাজ।

অভিযোগ উঠেছে, ধর্ম ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় উগ্র ধর্মীয় নেতারা কওমি মাদ্রাসার সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও আধুনিকায়ন চায় না। মাদ্রাসার ছাত্রদের জিম্মি করে ধর্ম ব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থের গোছানো অব্যাহত রাখতে চায়। কওমি মাদ্রাসাকে পুঁজি করে জামায়াত-হেফাজতে ইসলামীর সাম্প্রতিক নাশকতার পর বিভিন্ন মহল থেকে দাবি উঠলেও একে নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনা করার কোন উদ্যোগ কার্যকর নেই। এ বিষয়ে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও শোলাকিয়া মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ সংবাদকে বলেন, 'এটা খুবই দুঃখজনক যে, হেফাজতে ইসলামের হুমকির মুখে সরকার কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ আইন-২০১৩ করা থেকে সরে এসেছে। এই আইনটি বাস্তবায়ন হলে লাখ লাখ কওমি মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক সরকারি স্বীকৃতি পেতো। সরকার যদি হেফাজতের আমিরকে (মাওলানা আহমদ শফি) এতোই ভয় পায়, তাহলে তাদের ১৩ দফা দাবি মেনে মাওলানা শফির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করুক।'

তিনি আরও বলেন, 'আইন বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে হেফাজতের আমির লাখ লাখ লাশ ফেলা ও দেশে গৃহযুদ্ধের যে হুমকি দিয়েছে তা রাষ্ট্রদ্রোহীতার শামিল। এর বিরুদ্ধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারে। কিন্তু তা না করায় সরকার এখন শান্তিপ্রিয় আলেমদের আনুকূল্যও হারাবে। আর জামায়াত-হেফাজত কখনও আওয়ামী লীগকে সমর্থন করবে না।'